সংবাদ

তারিখ 31 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

মসজিদ সংস্কারের নামে টিআর প্রকল্পের গম বিক্রি

● অর্থের কোন হদিস নেই

শিয়াকত আলী বাদল ও তপন কুমার রায়, রংপুর

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্মাণ কাজ দেড় বছর আগেই সম্পন্ন হলেও ওই মসজিদের মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য টিআর প্রকল্পের আওতায় ৩ টন খয়রাতি গম সাহায্য নিয়ে পুরো গম বিক্রি করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ করার পরেও কি কারণে তাদের খয়রাতি গম সাহায্য নিতে হলো এবং সেই গম বিক্রি করে বিক্রীত টাকা কোথায় তা নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী আর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন প্রায় দেড় বছর আগে মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত মসজিদটি নামাজ আদায়ের খুলে দেয়া হচ্ছে না শুধুমাত্র উপাচার্যের উদ্বোধনের জন্য সেখানে এমনকি প্রয়োজন পড়ল সহায় সম্বলহীন আর দুস্থ মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করা গম খয়রাতি হিসেবে নিতে হবে? এসব নিয়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের।

জানা যায়, প্রায় দেড় বছর আগে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। কিন্তু উপাচার্য উদ্বোধন করবেন শুধু এ কথা বলে আজও মসজিদটি

বিক্রি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বিক্রি : প্রকল্পের গম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ওয়াক্তি নামাজের সময় খুলে দেয়া হলেও বিশেষ করে জুম্মার নামাজের সময় বন্ধ করে রাখা হয় মসজিদটি। ফলে শিক্ষার্থী আর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মসজিদের বাইরে খোলা স্থানে জুম্মার নামাজ আদায় করতে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবীর কাছে অনেকবার আবেদন নিবেদন করলেও তিনি করবেন করে দেবেন বলে কালক্ষেপণ করছেন বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

গম কেলেঙ্কারির ঘটনা যেভাবে শুরু

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল শাখার কর্মচারী মোহাম্মদ হোসেন নিজে নিজেই প্রকল্প কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ ভবন সংস্কার করার জন্য টিআর প্রকল্পের আওতায় গম দেয়ার জন্য রংপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করে। ওই আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর হোসেনকে প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান বানিয়ে প্রকল্পটি জমা দেয়া হয়। অতিসম্প্রতি তাদের আবেদন মঞ্জুর করে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সংস্কার করার জন্য ৩ টন গম বরাদ্দ দেয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। টিআর প্রকল্পের আওতায় খয়রাতি এ গম উত্তোলন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কর্মকর্তাকে ফোন করে অবহিত করা হলে পুরো বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। কারা কিভাবে খয়রাতি সাহায্য চেয়ে আবেদন করল এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিতে গেলে পুরো বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নির্দেশে খয়রাতি সাহায্য হিসেবে বরাদ্দ হিসেবে পাওয়া ৩ টন গম কমিটি গঠন করে উত্তোলন করে তা বিক্রি করে দেয়া হয়। এ টাকা এখন তা জানা না গেলেও কেন খয়রাতি সাহায্য হিসেবে গম নেয়া হলো তা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়।

সার্বিক বিষয়ে জানতে গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর হোসেনের সাথে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার নাম ব্যবহার করে ভুয়া প্রকল্প কমিটি করার কথা স্বীকার করে বলেন একটি চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের, সজ্জিদ সংস্কারের কথা বলে খয়রাতি সাহায্য নেয়ার আবেদন করে। তিনি সভাপতি হিসেবে কোন স্বাক্ষর করেননি। তার স্বাক্ষর ও সিলটি জাল। তিনি আরও বলেন, তার অফিসের কর্মচারী মোহাম্মদ হোসেন ছাড়া বাকি যারা প্রকল্প কমিটির সদস্য বলে দেখানো হয়েছে তারা কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারী নন। তারা বহিরাগত। বিষয়টি জানার পর লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তিনি নিজেই জানিয়েছেন বলে জানান। তবে যেহেতু মসজিদের নামে ৩ টন গম বরাদ্দ করা হয়েছে সে কারণে উপাচার্যের নির্দেশে প্রকল্প কমিটি গঠন করে ৩ টন গম উত্তোলন করে তা বিক্রি করে দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। ওই টাকা মসজিদের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করবে ওই কমিটি বলেও জানান তিনি। তবে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ সংস্কারের নামে ৩ টন খয়রাতি গম নেয়া হলো তার কোন ব্যাখা তিনি দিতে পারেননি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ ইবরাহিম কবীরের সাথে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। পরে জানা যায় তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে ঢাকায় অবস্থান করছেন। এভাবেই নাকি তিনি তার কর্মস্থল ছেড়ে ঢাকায় যান বলে ওই দফতরের কর্মচারীরা জানান।